গাংনীর ষোলটাকা ইউনিয়নে মানবিক সহায়তার চাল বিতরণে অনিয়ম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউপির মানবিক সহায়তার চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওজনে কম পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয়রা। জনপ্রতি ১৫ কেজি চাল দেয়ার নিয়ম থাকলেও দেয়া হয়েছে ১২ কেজি। সুষ্ঠুভাবে চাল বিতরণের নিমিত্তে একজন ট্যাগ অফিসার নিয়োগ দেয়া হলেও তিনি ঠুঁটো জগন্নাথের ভুমিকায়। এব্যাপারে উপজেলা প্রশাসন থেকেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস সুত্রে জানা গেছে, ষোলটাকা ইউপির দুই হাজার ১৫৬ জন দুস্থকে মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষে চাল বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রতি জনকে ১৫ কেজি করে চাল প্রদানের জন্য সরকারী আদেশ রয়েছে। নিয়োগ দেয়া হয়েছে একজন ট্যাগ অফিসার। নিয়মানুযায়ি চাল উত্তোলনের পরপরই ট্যাগ অফিসারের সম্মুখে সুবিধাভোগী ব্যক্তিকে চাল প্রদান করবেন এবং সঠিকভাবে ওজন দেখে বিতরণ করবেন। চাল ওজনে কম দেয়ার কোন সুযোগ নেই। অথচ ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদে পাওয়া গেছে উল্টো চিত্র। জন প্রতি দু থেকে তিন কেজি করে চাল কম দেয়া হয়েছে।

রুয়েরকান্দি গ্রামের ভ্যান চালক দিলাল উদ্দীন জানান, ওজন পরিমাপক যন্ত্র নেই। একটা বালতিতে করে চৌকিদাররা চাল দিচ্ছে। কারো ১২ কেজি দিচ্ছে কারো দিচ্ছে ১৩ কেজি। অথচ চাল পাওয়ার কথা ১৫ কেজি। ট্যাগ অফিসার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের অ্যাকাডেমিক সুপার ভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাছুম বসে আছেন নীরবে। চাল কম দেয়ার বিষয়টি ভুক্তভোগিরা জানালেও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। একই কথা জানালেন একই গ্রামের আলেহীম ও যুগিরগোফা গ্রামের জাহাঙ্গীর।

ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান জানান, তিনি অসুস্থ থাকায় ইউপি মেম্বর আব্দুল লতিফকে চাল উত্তোলনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনিই গত ৩ জুলাই চাল উত্তোলন করেন ও ১২ জুলাই চাল বিতরণ শুরু হয়। উপজেলা খাদ্য গুদাম থেকে চাল ওজনে কম দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। চাল উত্তোলনের ৯দিন পর বিতরণ করা হচ্ছে কেন ? এ প্রশ্নের জবাব মেলেনি। ওজনে কম দেয়ার বিষয়টি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে কিনা

জানতে চাইলে তিনি বলেন চাল বিতরণের সময় এটি ধরা পড়েছে তাই জানানো হয়নি।

ট্যাগ অফিসার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের অ্যাকাডেমিক সুপার ভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাছুম জানান, তিনি চাল বিতরণ দেখছেন। ওজনে কম দেয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, কিছুটা কম হচ্ছে এবং তার কিছুই করার নেই বলে অপারগতা প্রকাশ করলেন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, উপকারভোগীদের মাঝে একটি বালতিতে করে অনুমান নির্ভর চাল বিতরণ করা হচ্ছে। ওজনে সঠিক দেওয়া হচ্ছে কিনা যাচাই করতে সেখানে কোন মাপকযন্ত্র পাওয়া যায়নি। তাছাড়া জনগনের অভিযোগ থাকার পরেও সমাধান না করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে কেন? এ বিষয়ে ট্যাগ অফিসার সেখানে কি দায়িত্ব পালন করছেন ? এ বিষয়ে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তী জানান, চাল গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যানকে ডিও দেওয়া হয়েছে। তিনি চাল বুঝে নিবেন এবং তালিকাভুক্ত উপকারভোগীদের সঠিক ভাবে বুঝে দিবেন এতে অজুহাত চলে না।

গাংনী উপজেলা খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসিএলএসডি) মতিয়ার রহমান জানান, চাল গুদাম থেকে ছাড় দেয়ার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি বুঝে নিয়েছেন। ৯ দিন পরে চাল কম দেয়া হয়েছে মর্মে অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। তিনি আরো জানান, আরো কয়েকটি ইউপিতে চাল ছাড় দেয়া হয়েছে সেখানে কোন অভিযোগ আসেনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, তিনি কোন লিখিত অভিযোগ পান নি । তবে বিষয়টি শুনেছেন। স্থানীয়দের বেশ কয়েকজন মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন তবে বিষয়টি ছোট খাটো হবে ভেবে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এখন দেখা যাচ্ছে বিষয়টি অনেকদুর গড়িয়েছে।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগের মাস্ক বিতরণ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দেওয়া মাস্ক সাধারন জনগনের মাঝে বিতরন করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগ।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক শেখ সাকিব এর নেতৃত্বে এ সকল মাস্ক বিতরন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন, বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক হাসিব রাইহান, সাবেক সভাপতি সোহানুর রহমান সোহাগ, বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগ এর নেতা বুলবুল,রাজু,আবু সাইদ,হালিম প্রমুখ।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়নের বিভন্ন গ্রাম ও বিভিন্ন স্থানে ৩০০ টি মাস্ক বিতরণ করা হয়।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আরও ৩৩ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আজ দুপুরে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

মেপ্র/আরজেএম

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গত ৩১ মে থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়। তারপর থেকে পর্যায়ক্রমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সসহ ৯৩ জন এই আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে সেবা দেয়া হয়। বর্তমানে হাসপাতালে ৩ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন আছে। তিন শিফটে ২জন করে মোট ৬জন একাটানা ৬দিন করে তাদের সেবা দেন। পরে তাদের চুক্তিবদ্ধ মেহেরপুরের ফিন টাওয়ার নামে একটি আবাসিক হোটেলে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়। সরকারিভাবে তাদের থাকা খাওয়ার খরচ বহন করা হয়। মেহেরপুর ফিন টাওয়ারের সাথে এ বিষয়ে একটি লিখিত চুক্তি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

চলমান করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত হোটেল ভাড়া বাবদ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চুক্তি হয়। কোয়ারেন্টিনে থাকা জনপ্রতি প্রতিদিন ৫’শ টাকা খাবারের জন্য বরাদ্দ। হোটেল থেকে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য ২ কিলোমিটার রাস্তায় পরিবহন ভাড়া মাসে ৩০ হাজার টাকা। বর্তমানে ফিন টাওয়ার ১২জন নার্স কোয়ারেন্টিনে আছে। করোনার প্রাদুর্ভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিম্নমানের খাবার খেয়ে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে তাদের। ইতিমধ্যে করোনা রোগীদের সেবা দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সুমাইয়া খাতুন নামের দুইজন চিকিৎসক ও কামরুন্নেছা নামের একজন সিনিয়র নার্সও আক্রন্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে দুইজন সুস্থ হলেও ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন এখনো চিকিৎসাধীন আছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোয়ারেন্টিনে থাকা কয়েকজন বলেন, সকালে পাতলা ৪টি রুটি ও দুইটি ডিম ভাজি করে তিনটি ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও দুপুরের খাবারে বেশ কয়েকদিন পরপর ছোট ছোট মাংস দিলেও বেশির সময় দেওয়া হচ্ছে খাবার অযোগ্য ছোট শিং মাছ। যা দিয়ে সম্পূর্ণ ভাত খেয়ে শেষ করা হয়র।◌ি রাতের বেলা একটি ডিম সাথে সামান্য ডাল ও সবজি। যে মানের সবজি ডাল দেওয়া সেটি নেহাতই পেটের দায়ে খেতে হয়।

নিম্নমানের খাবার পরিবেশনের কথা ¯◌ী^কার করে ফিন টাওয়ারের বর্তমানে দায়িত্বে থাকা তপন রেজা বলেন, একটু আধটু ১৯/২০ তো হয়ই। এছাড়াও আমাদের যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমরা চেষ্টা করছি সেইভাবে খাবার দেওয়ার। ভ্যাট কেটে আমাদের জনপ্রতি দেওয়া হয় ৪১৫ টাকা। এতে করে সব খরচ মিটিয়ে আমাদের কিছুই লাভ হয়না। মাস খানেক ধরে এমন হয়েছে। ভবিষ্যতে আর হবেনা। আমাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এরপর থেকে আমি ভালোমানের খাবার দেবো।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমাদের কাছেও এমন অভিযোগ এসেছে। আমরা ফিন টাওয়ার কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছি। এরপরও যদি খাবারের মান ভালো না হয় তবে আমরা খাবার অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করবো।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন নাসির উদ্দিন জানান, এমন কোন অভিযোগ আমি পাইনি। যদি খাবারের মান নিম্ন হয় তাহলে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে যায় খেলার মাঠ

এটি বন্যা কবলিত কোন এলাকার স্কুল মাঠের দৃশ্য নয়। বিদ্যালয় মাঠটিতে যেন কোথায় পা ফেলার জায়গা নেই। পুরো খেলার মাঠে থৈ-থৈ করছে পানি। দেখলে মনে হয় এ যেন এটি একটি পুকুর। এই চিত্র এখন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ধুবইল ইউনিয়নে সিংপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ। এটিই এখানকার একমাত্র খেলার মাঠ।

বছরের বেশিরভাগ সময়ই জলাবদ্ধতা থাকে এখানে। সামান্য বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায়। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে পানিতে ডুবে থাকে এ মাঠটি। মাঠের এ অবস্থার জন্য বন্ধ থাকে খেলাধুলা। নিয়মিত খেলতে না পারায় হতাশ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী ও মহল্লার খেলোয়াড়রা।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিবছর খেলার মাঠ উন্নয়নের টাকা আসলেও তেমন কোনো দৃশ্যমান উন্নয়ন কাজ হয় না।

সংশ্লিষ্টসুত্রে জানা গেছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থানীয় এমপির টি-আর বরাদ্দকৃত ৪৩ হাজার টাকা এসেছিল। কিন্তু নামেমাত্র কয়েক ট্রলি বালু দিয়ে ভরাটের নাম করে পুরো টাকা আত্মসাৎ করেছে বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কমিটির সভাপতি।

সিংপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফিয়া খাতুন বলেন, স্কুল মাঠে মাটি ভরাটের জন্য ২০১৯-২০অর্থবছরে স্থানীয় এমপির টি-আর বরাদ্দকৃত ৪৩ হাজার টাকা এসেছিল। সেই টাকার কাজ করা হয়েছে। আরও বরাদ্দ দরকার বলেও জানান তিনি।

কর্তৃপক্ষর কাছে মাঠটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়ে এলাকাবাসী জানান
‘মাঠ শুকনো থাকলে যুবসমাজ ব্যস্ত থাকে খেলাধুলায়। ফলে মাদকের ছোবল থেকে তারা রক্ষা পায়। যত বেশি ক্রীড়াচর্চা হবে ততবেশি যুবসমাজ মাদক থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু এই মাঠের পানি দেখলে মনে হয় এটি একটি পুকুর। এই মাঠটি সংস্কার করা না হলে এলাকার যুবসমাজ মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে।’ তাই দ্রুত এই খেলার মাঠটি সংস্কারের মাধ্যমে খেলাধুলার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে অনুরোধ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মিরপুর প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদ রানা বলেন,‘আমি বিষয়টা শুনেছি। সেই সাথে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে লিখিতভাবে বিষয়টি জানানোর জন্য বলা হবে।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস জানান,এটা আমার জানা ছিল না। তবে দ্রুত এ জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চাপ দিয়ে নিজের পক্ষে সত্যায়ন নিচ্ছেন ইবি উপাচার্য

নানা কেলেঙ্কারি, দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-উর-রশিদ আসকারী দ্বিতীয় মেয়াদে ভিসি হতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এজন্য প্রকৃত অবস্থা ছাপিয়ে নিজের পরিচ্ছন্ন ইমেজ দেখাতে উঠে-পড়ে লেগেছেন তিনি।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার মেয়াদকালে নানা অনিয়মের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে- এমন সংবাদ প্রকাশের পর থেকে এসব কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। উপাচার্য নিজের পক্ষে সাফাই করে এসব লেখা শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সহ বিভিন্ন দপ্তরে পাঠাবেন বলেও জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাপ দিয়ে তার পক্ষে স্তুতি ও প্রশংসা লিখিত নিচ্ছেন এমন অভিযোগ উঠেছে। গত কয়েক দিনে শিক্ষক সমিতি, শিক্ষক সংগঠন শাপলা ফোরাম, ভিসিপন্থী শিক্ষদের নিয়ে গঠিত বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ভিসিপন্থী কর্মকর্তাদের একটি অংশ নিয়ে গঠিত অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ ও সহায়ক কর্মচারী সমিতিসহ কয়েক সংগঠনের কাছ থেকে এ লিখিত নিয়েছেন বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংগঠনগুলোর নেতারা এসব কথা বলেছেন।

তথ্যমতে, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি জাতীয় গণমাধ্যমে বর্তমান প্রশাসনের সময়ে হওয়া অনিয়ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাজীবি সংগঠনগুলোর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টিতে ভিসি ও তার নিকটজনদের ভুমিকার কথা উঠে আসে। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসব সংগঠনের নেতাদের ডেকে এই সংবাদের প্রতিবাদ করা হয়। একইসঙ্গে বর্তমান প্রশাসনের প্রশংসা করে সংগঠনগুলোকে বিবৃতি দিতে বলেন উপাচার্য । একরকম চাপ দিয়েই তাদের থেকে বিবৃতি নেওয়া হয় বলে সংগঠনগুলোর একাধিক নেতা জানান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সংগঠনের দায়িত্বশীল নেতা বলেন, ভিসি নিজের পক্ষে একটি লিখিত দিতে বলেছেন, তাই বাধ্য হয়ে দিয়েছি। উপাচার্য সবাইকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে চাপে রেখেছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে উপাচার্যের প্রশংসা করে দেওয়া চিঠিগুলোতে দেখা গেছে-প্রতিটি সংগঠনের বিবৃতিতেই প্রায় একই ধরণের কথা বলা হয়েছে। বিবৃতি প্রদান নিয়েও সংগঠনগুলোতে ভাঙনের সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, শিক্ষক সমিতি ও অন্য কয়েক সংগঠনগুলোর অনেক নেতা এরকম বিবৃতিতে মত না দিলে তাদের উপেক্ষা করেই ভিসিপন্থীরা বিবৃতি প্রদান করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমানের স্বাক্ষর ছাড়াই শুধু (ভিসিপন্থী) সভাপতি প্রফেসর ড. কাজী আখতার হোসেন স্বাক্ষরিত বিবৃতি দেওয়া নিয়ে শিক্ষকসহ বিভিন্ন মহলে সমালোচনা চলছে। এদিকে অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নামের সংগঠনটির বিবৃতি দেয়ার কোন বৈধ্যতা নেই দাবী করে কর্মকর্তা নেতারা বলেন, কর্মকর্তাদের একমাত্র সংগঠন হচ্ছে কর্মকর্তা সমিতি।

২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর কর্মকর্তা সমিতির নির্বাচনে ব্যাপক ভোটে পরাজিত হয়ে ভিসিপন্থি কয়েকজন কর্মকর্তা রাতারাতি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নামের এই সংগঠনটি গঠন করে, যার কোন বৈধ্যতা নেই। তাছাড়া কেন্দ্রীয় অনুমোদিত কমিটির বিপক্ষে ভিসিপন্থী কিছু শিক্ষক যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন করেছে সেই কমিটির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধেও জামায়াত-বিএনপির সংশ্লিতার অভিযোগ উঠেছে। এটি কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ অনুমোদিত কমিটি না হওয়ায় তাদের বিবৃতি দেয়ার কোন বৈধ্যতা নেই বলেও কেন্দ্রীয় অনুমোদিত বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অনুমোদিত বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. মাহাবুবুল আরেফিন বলেন, শুনেছি উপাচার্য অনেকের কাছ থেকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে নিজের পক্ষে সাফাই করে প্রশংসাপত্র নিচ্ছেন। এসব কর্মকান্ড একজন উপাচার্যের মানায় না। এসব নীতিহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও তলানিতে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

এদিকে বিভিন্ন সংগঠন ছাড়াও পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের প্যাডে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক (ভারঃ) এইচ এম আলী হাসান এবং প্রধান প্রকৌশলী (ভারঃ) আলিমুজ্জামান টুটুল যে প্রতিবাদ দিয়েছেন সে প্রতিবাদের বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই আবার বিরুপ মন্তব্য করেছেন।

গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামে এক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত

১৩
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামে বখতিয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তি নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বখতিয়ার হোসেন ওই গ্রামের হাতেম আলীর ছেলে। বক্তিয়ার হোসেন কুষ্টিয়ার একটি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। আজ রোববার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা ভালো।

কোটচাঁদপুরে বিদ্যালয়ের মধ্যে অসামাজিক কার্যকলাপ! নারীসহ ২জন আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় এক নারীসহ ২ যুবককে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। রবিবার রাতে শহরের সলেমানপুর সোনালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে থেকে পুলিশ তাদেরকে আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার রায়পুর গ্রামের বাবু মিয়ার স্ত্রী (৩২) ও কোটচাঁদপুর শহরের সলেমানপুর উত্তরপাড়ার মৃত আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে ইমন (২৪) ও একই গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে আব্দুল আলিম (২৫)।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পুলিশ জানায়, পৌর শহরের সোনালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অসামাজিক কর্মকান্ড চলছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার রাতে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায়। এসময় ঘটনাস্থল থেকে অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এক নারীসহ ২ যুবককে আটক করা হয়। পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সোমবার (১৩ জুলাই) কোটচাঁদপুর থানায় ২৯০ ধারায় মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

এদিকে আটক ওই নারী দাবী করেন, বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য আমি এই এলাকায় আসি। পরে রিক্সার জন্য ওই বিদ্যালয়ের সামনে অবস্থান করি। এসময় কিছু যুবক এসে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। এক পর্যায় তারা আমাকে বিদ্যালয়ের মধ্যে আটকে রাখে। পরে পুলিশ আমাকে থানায় নিয়ে আসে।

এলাকাবাসী জানায়, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সন্ধা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মাদক সেবনসহ নানাবিধ অপরাধ কর্মকান্ড চলে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত একটি পবিত্র স্থানে অসামাজিক কার্যকলাপের ঘটনা ঘটছে। তারা এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও

সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে মাস্ক বিতারন

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দেওয়া মাস্ক সাধারন জনগনের মাঝে বিতরন করেছে মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগ।

সোমবার বিকালে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দীন লাভলুর নেতৃত্বে এ সকল মাস্ক বিতরন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি সোহাগ, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন, বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান হাসিব, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক সায়েম খন্দকার, ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ, সাব্বির, সজীব, রিয়াদ, শোভন, হাসান প্রমুখ।